

ইসলাম শিক্ষা

জেমান, আদাব ও তারবিয়াহ, ফিকহ, আয়াত ও হাদিস, ইসলামী ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

সংকলক

এম. এম. নাহিদ হামান

সম্পাদক

মাওলানা মুঈনুল ইসলাম



ALQURANER VASHA INSTITUTE

Al Quraner Vasha Institute

Block DHA, Mirpur 12, Dhaka

www.alquranervasha.com

+8801712529298



ইসলাম শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ)

এস. এম. নাহিদ হাসান

প্রকাশক: এস. এম. নাহিদ হাসান

ইমেইল- nahidce03@gmail.com

যোগাযোগ: +8801712-529298

ঠিকানা: রোড-৫, ব্লক-ধ, মিরপুর ১২

প্রথম প্রকাশ: রজব- ১৪৪৬ হিজরি। জানুয়ারী- ২০২৫

প্রথম সংস্করণ: রজব- ১৪৪৬ হিজরি। জানুয়ারী- ২০২৫

স্বত্ব: লেখক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

ISBN: 978-984-8046-34-2

নির্ধারিত মূল্য: ২৩০ টাকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তাঁর রাসূলের প্রতি।

আমাদের “ইসলাম শিক্ষা” সিরিজটি শিশু থেকে কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীদের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে রচিত। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এই সিরিজটিতে ইমান, আদাব-তারবিয়াহ, মাসনুন দু’আ, ফিকহ, হিফজুল কুরআন, হিফজুল হাদিস, নবীদের জীবনী ও ইসলামী ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলো খুব সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশু ও কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে বুঝতে পারে, সেজন্য প্রতিটি বিষয়ের সাথে চিত্র ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

এই ‘ইসলাম শিক্ষা’ সিরিজে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা এবং চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে গভীর ধারণা অর্জন করবে এবং তাদের আচার-আচরণে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা আশা করি, এই সিরিজটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা তৈরি করবে এবং তাদের সঠিকভাবে গড়ে তুলবে। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে তারা তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে। আমাদের এই প্রচেষ্টা কেবল শিক্ষার জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সংকলক
এস. এম. নাহিদ হাসান

১. ঈমান ও ইসলাম	6
১.১- ঈমান.....	7
১.২- আল্লাহর উপর ঈমান.....	8
১.৩- ফেরেশতাদের উপর ঈমান.....	10
১.৪- কিতাবের উপর ঈমান.....	12
১.৫- নবী ও রাসূলের উপর ঈমান.....	14
১.৬- আখিরাতের উপর ঈমান.....	16
১.৭- তাকদীরের উপর ঈমান.....	17
১.৮- কালিমা	18
১.৯- সালাত (নামাজ).....	19
১.১০- সাওম (রোজা).....	20
১.১১- হজ্জ.....	21
১.১২- যাকাত.....	22
১.১৩- তাওহিদ, শির্ক ও কুফর.....	23
১.১৪- শির্ক এর প্রকার.....	24
১.১৫- আল-কুরআনুল কারীম	25
১.১৬- মুহাম্মাদ (সা.) ও হাদিস.....	26
অনুশীলনী-১.....	27
২. আদাব ও তারবিয়াহ.....	28
২.১- ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশের আদাব সমূহ.....	29
২.২- মাসজিদের আদাব সমূহ.....	30
২.৩- রাস্তায় চলার আদাব সমূহ.....	31
২.৪- সালাম ও মুসাফাহা-এর আদাব সমূহ.....	32
২.৫- ঘুমানোর ও ঘুম থেকে উঠার আদাব সমূহ.....	33
২.৬- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাসনুন দু'আ সমূহ	34
অনুশীলনী-২	35
৩. ফিকহ	36
৩.১- তাহারাত বা পবিত্রতা.....	37
৩.২- অজু করার পদ্ধতি	38

৩.৩- তায়াম্মুম	40
৩.৫- সালাতের (নামাজের) তাসবীহ ও দু'আ	41
৩.৬- সালাত আদায় করার পদ্ধতি (৪ রাকাত)	45
৩.৭- ফরয সালাতের পরে যিকর ও দু'আ	53
৩.৮- সকাল-সন্ধ্যার প্রসিদ্ধ দু'আ	54
অনুশীলনী-৩	55
৪. হিফজুল কুরআন	56
৪.১- হিফজুল কুরআন	57
৪.২- কুরআনুল কারীমের উপদেশ	59
অনুশীলনী-৪	65
৫. হিফজুল হাদিস	66
অনুশীলনী-৫	73
৬. ইসলামী ইতিহাস	74
৬.১- ইবরাহীম আলাইহিস সালাম	76
৬.২- লূত আলাইহিস সালাম	89
৬.৩- ইসমাইল আলাইহিস সালাম	94
৬.৪- ইসহাক আলাইহিস সালাম	98
৬.৫- ইয়াকুব আলাইহিস সালাম	99
অনুশীলনী-৬	101

১. জৈমান ও হৈলাম

১.৪- কিতাবের উপর ঈমান



ঈমানের ছয়টি রুকনের তৃতীয় স্তম্ভ হল আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান। কিতাব বলতে বোঝানো হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো আসমানী গ্রন্থসমূহ, যা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে মানুষের জন্য কিতাব নাযিল করেছেন। প্রতিটি কিতাবই আল্লাহর সত্য বাণী, যা মানুষকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিতাবগুলোর মধ্যে রয়েছে-

তাওরাত: মূসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছে। **যাবূর:** দাউদ (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছে। **ইঞ্জিল:** ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছে। **কুরআন:** মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এটি চূড়ান্ত এবং সর্বশেষ কিতাব।

অপরদিকে নবীগণ পূর্ববর্তী কোনো রাসূলের আনীত শারীয়াহ বা কিতাবের অনুসারী হন এবং তা প্রচার করেন। নবী নতুন কোনো শারীয়াহ বা কিতাব নিয়ে আসেন না। যেমন: ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), হারুন (আ.) হলেন নবী।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সমস্ত নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক। নবী ও রাসূলগণের দেখানো পথ অনুসরণ করে মানুষ সঠিক জীবনযাপন করতে পারে। নবী ও রাসূলগণের পথ অনুসরণ ব্যতীত দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি অসম্ভব।



১.৭- তাকদীরের উপর ঈমান



তাকদীর বা ভাগ্য হলো ঈমানের ভিত্তিসমূহের মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি মূলত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সৃষ্টির শুরু থেকেই সকল ঘটনা, মানুষের জীবন, মৃত্যু, রিযিক ইত্যাদি সব কিছু আগে থেকে নির্ধারিত থাকার বিষয়কে বোঝায়।

তাকদীরের প্রতি ঈমান আল্লাহর একত্ববাদকে মজবুত করে। এটি বোঝায় যে, সকল ক্ষমতা আল্লাহর হাতেই রয়েছে এবং তিনিই সবকিছু জানেন। ভালো ও মন্দ সবকিছুই আল্লাহ পক্ষ থেকে হয়। কঠিন বিপদের মুখে তাকদীরের উপর বিশ্বাস মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে সাহায্য করে। তাকদীরের উপর বিশ্বাস মানুষকে মানসিক শান্তি দান করে। তাকদীরের প্রতি ঈমান মানুষকে ইবাদতের প্রতি আরো বেশি উৎসাহিত করে।

তাকদীরের বিশ্বাস মানে এই নয় যে, মানুষের কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই। বরং ইসলাম মানুষকে সৎকর্ম করার জন্য উৎসাহিত করে। আল্লাহ তায়ালার কাজের ভিত্তিতে আমাদেরকে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন। তবে, সবকিছুর ফলাফল আল্লাহর হাতেই নিহিত।

১.১১- হজ্জ



হজ্জ অর্থ: গমন করা, ইচ্ছা করা।

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে চতুর্থ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু কাজের মাধ্যমে পবিত্র কাবাঘর যিয়ারত করাকেই হজ্জ বলে।

শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। আরবি জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ হজ্জের জন্য নির্ধারিত সময়। হজ্জ পালনের জন্য বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা নগরী এবং নিকটবর্তী মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানে গমন এবং অবস্থান আবশ্যিক। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বাঘরকে নতুন করে তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর সময় থেকে হজ্জের প্রচলন শুরু হয়।

হজ্জের পুরস্কার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কবুল হজ্জের পুরস্কার জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। (সহীহ বুখারী - ১৭৭৩)

অনুশীলনী-১

ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১- ঈমানের ভিত্তিসমূহ কয়টি ও কী কী?
- ২- আল্লাহর উপর ঈমান বলতে কী বোঝায়?
- ৩- ইসলাম ও তাওহীদ কাকে বলে?
- ৪- শির্ক কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী?
- ৫- সালাতের অর্থ কী? এবং সালাতের পুরস্কার কী?
- ৬- সাওম ও যাকাত সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
- ৭- হাদিস কাকে বলে? প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাব কয়টি ও কী কী?

খ। শূন্যস্থান পূরণ করো:

- ১- আল্লাহ তায়ালার সাথে সবচেয়ে বড় অপরাধ।
- ২- বড় শির্ক বের করে দেয় ও ছোট শির্ক করে দেয়।
- ৩- সালাত প্রতিটি নারী ও পুরুষ মুসলিমের জন্য ফরজ।

গ। সঠিক উত্তর নির্ণয় করো:

- ১- ঈমান শব্দের অর্থ কী?
(ক) দু'আ করা (খ) বিশ্বাস করা (গ) ইচ্ছা করা।
- ২- আল-কুরআন কার বাণী?
(ক) আল্লাহর (খ) মুহাম্মাদ (স.)-এর (গ) জিবরীল ফেরেশতার।
- ৩- কুরআনে মোট কয়টি সূরা রয়েছে?
(ক) ১০০ টি (খ) ১১৪ টি (গ) ৯০ টি।

২. আদাব ও তাবিয়াহ

২.২- মাসজিদের আদাব সমূহ



ক. মাসজিদে প্রবেশের আদাব সমূহ

১. প্রথমে বাম পা থেকে জুতা খোলা, তারপর ডান পা থেকে।
২. ডান পা দিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করা।
৩. বিসমিল্লাহ পড়া, দরুদ শরীফ ও মাসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়া:
এই তিনটি একসাথে আমরা এভাবে বলব:

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

খ. মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আদাব সমূহ।

১. প্রথমে বাম পা দিয়ে মাসজিদ থেকে বের হওয়া।
২. প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা, তারপর বাম পায়ে।
৩. বিসমিল্লাহ পড়া, দরুদ শরীফ ও বের হওয়ার দু'আ পড়া:
এই তিনটি একসাথে আমরা এভাবে বলব:

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

২.৬- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাসনুন দু'আ সমূহ



১. ভালো কিছু দেখলে বা শুনলে বলা: مَا شَاءَ اللَّهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ
২. খারাপ কিছু দেখলে বা শুনলে বলা: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
৩. সিঁড়ি বা লিফট দিয়ে উপরে উঠার সময় বলা: اللَّهُ أَكْبَرُ
৪. সিঁড়ি বা লিফট দিয়ে নিচে নামার সময় বলা: سُبْحَانَ اللَّهِ
৫. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বলা: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
৬. রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য বলা: لَا بَأْسَ ظَهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
৭. কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে বলা: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ
৮. খারাপ কোনো স্বপ্ন দেখলে বলা: أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
৯. অপছন্দনীয় কিছু হলে বলা: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
১০. যেকোন বিপদে পড়লে বলা: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

অনুশীলনী-২

ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১- ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশের আদাবগুলো বর্ণনা করো।
- ২- মাসজিদের আদাবগুলো বর্ণনা করো।
- ৩- ঘুমানোর ও ঘুম থেকে উঠার আদাবগুলো বর্ণনা করো।
- ৪- সালাম ও মুসাফাহা-এর আদাবগুলো বর্ণনা করো।
- ৫- ফরয সালাতের পরে যিকর ও দুআগুলো অর্থসহ বলো।

খ। শূন্যস্থান পূরণ করো:

- ১- সামনের পথ দেখে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলা।
- ২- নারীদের জন্য রাস্তার ছেড়ে দেওয়া।
- ৩- পথে কষ্টদায়ক কিছু পেলে
- ৪- সিঁড়ি বা লিফট দিয়ে উপরে উঠার সময় বলব.....
- ৫- দেখলে বা শুনলে বলব: مَا شَاءَ اللَّهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ
- ৬- খারাপ কিছু দেখলে বা শুনলে বলব
- ৭- কোনো হলে বলব: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ
- ৮- অপছন্দনীয় কিছু হলে বলব.....
- ৯- জন্য বলব: رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا
- ১০- রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য বলব.....

৩. ফিকর

৩.৩- তায়াম্মুম

তায়াম্মুম অর্থ: ইচ্ছা করা।

আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পবিত্র মাটি দ্বারা দুই হাত এবং মুখমণ্ডল মাসাহ্ করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।

পানি না পাওয়া গেলে ও পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করতে হয়।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি



১। প্রথমে নিয়ত করব এবং বিসমিল্লাহ বলে দুই হাত মাটিতে মারব, তারপর দুই হাতে ফুঁ-দিবো।



২। এরপরে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল মাসাহ্ করব।



৩। এবং দুই হাতের কজি বা কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করব।

৭। তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থ: সকল মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক, আমাদের ও নেক বান্দাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৮। দরুদ শরীফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো, যেমনভাবে রহমত অবতীর্ণ করেছ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত অবতীর্ণ কর, যেমনভাবে বরকত অবতীর্ণ করেছ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।

সালাতের (নামাজের) রাকাতের সংখ্যা:



৩.৬- সালাত আদায় করার পদ্ধতি (৪ রাকাত)

সালাতের বিবরণ দিয়ে সালাত শিখানো সম্ভব না, তাই সম্মানিত উস্তাযদেরকে সালাতের পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হল।



১। **নিয়ত:** প্রথমে পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করব এবং মনে মনে সালাতের নিয়ত করব।

প্রথম রাকাত

অনুশীলনী-৩

ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১- তায়াম্মুম কাকে বলে? তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করো।
- ২- সালাতের (নামাজের) পদ্ধতি বর্ণনা করো।
- ৩- পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাতাত সংখ্যাগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দাও।
- ৪- রুকু ও সাজদার তাসবীহ বল।
- ৫- সাযিয়্যদুল ইসতিগফার মুখস্ত বল।
- ৬- আয়াতুল কুরসী মুখস্ত বল।

খ। শূন্যস্থান পূরণ করো:

- ১- মাসে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন।
- ২- আরবি জিলহজ মাসের হজ্জের জন্য নির্ধারিত সময়।
- ৩- যাকাত দিলে দূর হয়।
- ৪- রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলব।

গ। সঠিক উত্তর নির্ণয় করো:

- ১- তায়াম্মুম কী দ্বারা করতে হয়?
(ক) পানি দ্বারা (খ) মাটি দ্বারা (গ) মাটি ও পানি দ্বারা।
- ২- অজু কী দ্বারা করতে হয়?
(ক) পানি দ্বারা (খ) মাটি দ্বারা (গ) মাটি ও পানি দ্বারা।
- ৩- রুকু থেকে উঠার তাসবীহ কী?

(ক) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (গ) سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (খ) اللَّهُ أَكْبَرُ

8. হিফজুল কুরআন

৪.১- হিফজুল কুরআন

[سُورَةُ اللَّهَبِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (১) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (২) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ (৩) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (৪) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (৫)

১। ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক ২। তার সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি ৩। অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে ৪। তার স্ত্রীও; যে জ্বালানিকাঠ বহন করে ৫। তার গলদেশে খেজুর বাকলের পাকানো রশি রয়েছে।

[سُورَةُ النَّصْرِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (১) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (২)
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (৩)

১। যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে ২। এবং তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে ৩। তখন তোমার প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী (অথবা তওবা কবুলকারী)।

৪.২- কুরআনুল কারীমের উপদেশ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

۱- فَاَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অতএব (তুমি) জেনে রাখো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।



۲- إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (একমাত্র) দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।



۳- فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

৬. শিফা জুল শাদিম



৭- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا

রাসূল ﷺ বলেছেন: আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় স্থান মাসজিদসমূহ।



৮- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: أَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

রাসূল ﷺ বলেছেন: আল্লাহর কাছে সবচেয়ে খারাপ স্থান বাজারসমূহ।



৯- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

রাসূল ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

অনুশীলনী-৫

ক। হাদিস গুলোর অনুবাদ করো:

- ১- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: الصَّلَاةُ نُورٌ
- ২- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ
- ৩- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
- ৪- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
- ৫- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ

খ। শূন্যস্থান পূরণ করো:

- ১- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا
- ২- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: الْقُرْآنُ أَوْ عَلَيْكَ
- ৩- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: مَا نَقَصْتُ مِنْ مَالٍ
- ৪- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: يَهْدِي إِلَى النَّارِ
- ৫- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي الْخَالِقِ

৬. ইসলামী ইতিহাস

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে কুরআন মাজিদে ২৫ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে।

আমরা এখানে
৫ জন নবীর নাম
জানব

১ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

২ লূত আলাইহিস সালাম

৩ ইসমাইল আলাইহিস সালাম

৪ ইসহাক্ আলাইহিস সালাম

৫ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম

৬.১- ইবরাহীম আলাইহিস সালাম



পরিচয়

ইবরাহীম (আ.) ছিলেন 'আবুল আশ্বিয়া' বা নবীগণের পিতা এবং তাঁর স্ত্রী 'সারা' ছিলেন 'উম্মুল আশ্বিয়া' বা নবীগণের মাতা। তাঁর স্ত্রী 'সারা'-এর পুত্র হযরত ইসহাক (আ.) এবং তাঁর (ইসহাক)-এর পুত্র ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধর 'বনু ইসরাঈল' নামে পরিচিত এবং দ্বিতীয় স্ত্রী হাজার (আ.) এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশে জন্ম নেন বিশ্বনবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যাঁর অনুসারীগণ 'উম্মতে মুহাম্মাদী' বা 'মুসলিম উম্মাহ' বলে পরিচিত।

নবী ইবরাহীম

ইবরাহীম (আ.) পশ্চিম ইরাকের বসরার নিকটবর্তী 'বাবিল' শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

৬.৩- ইসমাইল আলাইহিস সালাম



জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত ইসমাইল (আ.) ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মহান পূর্বপুরুষ। তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং মা হাজার এর গর্ভজাত সন্তান। তাঁর জন্মের সময় পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা হাজার মিসরের কিবতী রাজবংশীয় মহিলা ছিলেন। ইবরাহীম (আ.)-এর বৃদ্ধ বয়সে মহান আল্লাহর নিকট দু'আর বরকতে আল্লাহ তাঁকে পুত্রসন্তান দান করেন।

নিবাসন ও জমজম কূপ সৃষ্টি

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর জন্মের কিছুদিন পর ইবরাহীম (আ.) মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর মাকে মক্কার জনমানবহীন মরুভূমিতে রেখে আসেন। আর এটি ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় পরীক্ষা।

৬.৫- ইয়াকুব আলাইহিস সালাম



ইসহাক (আ.)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকুব-এর মধ্যে ছোট ছেলে ইয়াকুব (আ.) নবী হন। ইয়াকুব (আ.) এর অপর নাম ছিল ‘ইসরাঈল’। যার অর্থ: আল্লাহর দাস। ইয়াকুব (আ.) তার মামার বাড়ি ইরাকের ‘হাররান’ যাবার পথে রাত হয়ে গেলে কিন’আনের অদূরে একস্থানে একটি পাথরের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। সে অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, একদল ফেরেশতা সেখান থেকে আসমানে উঠানামা করছে। তখন আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন “অতিসত্ত্বর আমি তোমার উপরে বরকত নাযিল করব, তোমার সম্মান-সম্মতি বৃদ্ধি করে দেব, তোমাকে ও তোমার পরে তোমার উত্তরসূরীদের এই মাটির মালিক করে দেব।”

তিনি ঘুম থেকে উঠে খুশী মনে মানত করলেন, যদি নিরাপদে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারেন, তাহলে এই স্থানে তিনি একটি ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আল্লাহ তাকে যা রিজিক দেবেন তার দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর পথে ব্যয় করবেন। অতঃপর তিনি ঐ স্থানে পাথরটির উপরে একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন যাতে তিনি ফিরে এসে সেটাকে চিনতে পারেন।